মেহেরপুর জেলা বিএনপির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

করোনা ভাইরাস তগ্রস্থ,কর্মহীন,অসহায় পরিবারের মাঝে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে দরবেশপুর গ্রামে খাদ্য সহায়তা বিতরনের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সহযোগিতায়

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নে ৯টি গ্রামে উদ্বোধন পরবর্তী খাদ্য সামগ্রী বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওলি মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শাহজাহান শাহান, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ রাশিদুল ইসলাম রাজন-সহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পাঁচ শতাধিক কর্মহীণ মানুষেল মাঝে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়।

দিনমজুরদের মাসে ৫ হাজার টাকা দিন: সরকারকে বিএনপি

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে দিন আনে দিন খায় এ শ্রেণির মানুষদের মাসিক পাঁচ হাজার টাকা হারে প্রাথমিকভাবে তিন মাসে জনপ্রতি ১৫ হাজার টাকা নগদ সাহায্য দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি।

মঙ্গলবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, করোনা থেকে বাঁচতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দিন আনে দিন খায় এ শ্রেণির মানুষের মাসে পাঁচ হাজার টাকা হারে প্রাথমিকভাবে তিন মাসে জনপ্রতি ১৫ হাজার টাকা নগদ সাহায্য-সহায়তা সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে পৌঁছানো নিশ্চিত করতেই হবে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, এছাড়া কর্মহীন ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র ও রান্না করা খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনোভাবেই রাজনৈতিক দলের সদস্যদের এ কাজে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

করোনা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে টাস্কফোর্স গঠনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অবিলম্বে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সমন্বেয়ে একটি ট্রাস্কফোর্স গঠন করা অত্যন্ত জরুরি।

নগদ অর্থ ও ত্রাণ বিতরণ এবং ধান ক্রয় সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে করানোর আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব।

ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ তুলে মির্জা ফখরুল বলেন, বর্তমানে ত্রাণ চুরি এবং স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতিকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ত্রাণ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা অনিয়ম তুলে ধরে তিনি বলেন, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। এখনো নিয়মিত দেখা যাচ্ছে ৬৪ জেলাতেই অভুক্ত মানুষ রাস্তা আটকে খাবার বা ত্রাণের জন্য বিক্ষোভ করছে। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বাড়িঘর ঘেরাও করছে, রাস্তায় ত্রাণের গাড়ি থামিয়ে ত্রাণ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের ঘটনা তুলে ধরে তিনি বলেন, অভিযোগ উঠেছে এমন আলোচিত ২৬টি ঘটনায় জড়িত ছিলেন ৪৫ জন যাদের সিংহভাগই সরকারি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, এহেন পটভূমিকায় সরকারদলীয় যারা ত্রাণ চুরি করছে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কড়া ব্যবস্থা না নিয়ে চাল চুরির সংবাদ ছাপানোর কারণে সাংবাদিক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট-এ মামলা হচ্ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬ মাসের বেতন দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছয়

মাসের শিক্ষা ব্যয় (ছাত্র বেতন ইত্যাদি) সরকারকে বহন করতে হবে। সব লিল্লাহ বোর্ডিং, এতিমখানা ও বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে আগামী তিন মাসের জন্য খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

দোকানপাট খুলে দেয়ায় সরকারের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, রমজান ও ঈদের কথা বলে ১০ মে থেকে দোকানপাট খুলে দিচ্ছে সরকার। এতে করোনার পিক পয়েন্টে এসে সরকার পুনরায় সামাজিক সংক্রমণের পথ আরও সুগম করে দিল। গার্মেন্ট সেক্টরে সৃষ্ট ঝুঁকির সঙ্গে দোকানপাট খুলে দেওয়ার ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকি অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত কাজ করবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘দেশ বিপর্যয়ে পড়লে আলাদিনের চেরাগ পেয়ে যায় আ’লীগ’

দেশ মহামারী বা বিপর্যয়ে পড়লে আওয়ামী লীগ ‘আলাদিনের চেরাগ’ পেয়ে যায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শনিবার সকালে রাজধানীর উত্তরখান থানায় ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি এ মন্তব্য করেন।

ঢাকা মহানগর যুবদল উত্তরের সভাপতি এসএম জাহাঙ্গীর হোসেনের উদ্যোগে এই ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

রিজভী বলেন, দেশ যখন মহামারীতে বিপর্যয়ে পড়ে তখন আওয়ামী লীগ আলাদিনের চেরাগ পেয়ে যায়। তাদের ভাগ্য খুলে যায়। জনগণের টাকায় কেনা ত্রাণ আত্মসাত করে নিজেদের পকেট ভারি করছে আর মানুষ না খেয়ে হাহাকার করছে।

‘এভাবে দেশ চলতে পারে না। আজকে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা নেই বলেই সরকার এসব অন্যায় অনিয়ম করতে পারছে।’

সরকারের সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, করোনা মহামারীতে সরকারের যে প্রস্তুতি নেয়া দরকার ছিল তা সরকার গ্রহণ করেনি। তারা

নিজেদের অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রতিদিনই করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের লকডাউন আগে করা উচিত ছিল। এবং বাড়িতে বাড়িতে খাদ্য পৌঁছে দেয়া দরকার ছিল।

তিনি বলেন, আগাম প্রস্তুতির কারণে ভিয়েতনাম, ভুটানসহ অন্যান্য দেশে করোনা আক্রমণ ঘটাতে পারেনি। আমাদেরও যথেষ্ট সময় ছিল। কিন্তু সরকার অন্য জায়গায় মনোযোগ দেয়ায় দেশে এখন মহামারী আকার ধারণ করছে।

রিজভী আরও বলেন, খুলনা ও নেত্রকোনায় টিসিবির পণ্য কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা টিসিবির কাছ থেকে জোর করে নিয়ে তারা কালোবাজারে বিক্রি করছে। টাকা আত্মসাত করছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে ঘরের মধ্যে, খড়ের পালার মধ্যে চাল, খাটের মধ্যে তেল পাওয়া যাচ্ছে। জনগণের টাকায় কেনা ত্রাণ ক্ষমতাসীন দলের চেয়ারম্যান মেম্বার এবং আওয়ামী লীগের নেতারা আত্মসাত করছেন। প্রতিদিন সারাদেশে ত্রাণের চাল ডাল তেল ধরা পড়ছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বাড়িতে। সূত্র-যুগান্তর

সরকারের অবহেলায় করোনা রোগী লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে : রিজভী

সরকারের অবহেলার কারণে দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, যে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরা করোনা মোকাবিলায় ফ্রন্টলাইনে লড়াই করছেন তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় ইতোমধ্যে করো মৃত্যু হয়েছে এবং তাদের অনেকেই করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। সরকারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অবহেলার কারণেই বাংলাদেশে এখন করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ বুধবার সকালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের

অসহায়, কর্মহীন মানুষদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করার সময় তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, বিনাভোটে ক্ষমতায় থাকা, নানা ধরনের কালো আইন প্রণয়ন, বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং সরকারের সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যাবহার করার কারণেই আত্মসাৎ, চুরি ও লুটের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশে করোনার পদধ্বনি শোনার পরেও কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ না করে নির্বিকার থেকেছে ক্ষমতাসীনরা।

তিনি বলেন, করোনাভাইরাস নামক অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে বিশ্বের অধিকাংশ গ্রাম আর নগর মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবী যেন হঠাৎ করেই বদলে গেছে। কিন্তু বদলায়নি বাংলাদেশ সরকার। তারা নিপীড়ন-নির্যাতন বিরোধীদল দমনে স্বভাবসুলভ স্বৈরাচারী নীতিই অব্যাহত রেখেছে।

তিনি আরো বলেন, ক্ষুধার্ত মানুষ ত্রাণের দাবিতে সড়ক অবরোধ করছে। অথচ ইসলামপুরে, সিরাজগঞ্জে, লালমনিরহাট, হাতিবান্ধা, বকশীগঞ্জ, জামালপুর, দিনাজপুরসহ দেশের নানা স্থান থেকে হাজার হাজার বস্তা চাল, আটা, ভোজ্যতেল প্রায় প্রতিদিনই উদ্ধার হচ্ছে। আর এ লুটপাটে শাসকদলের লোকেরাই জড়িত।

উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নে স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান শরীফ আহমেদ টুটুলের ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়নের অসহায়, কর্মহীন মানুষদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। সকাল ৮টায় শুরু হওয়া এই ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন রিজভী। সূত্র-কালের কন্ঠ

ত্রাণ বিতরণেও বিএনপির

বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়েছে: রিজভী

ক্ষমতাসীন দল ত্রাণ বিতরণেও বিএনপিকে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

রোববার দুপুরে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ) ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) উদ্যোগে রাজধানীর ধানমন্ডিতে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে চিকিৎসকদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম-পিপিই দেয়ার সময় তিনি এই অভিযোগ করেন।

সরকারের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, আজকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের উচিত ছিল সমন্বিতভাবে জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু জাতীয় উদ্যোগ নেয়া তো দূরে থাক বিএনপি বা এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল যেখানেই সাধ্যমত সাধারণ গরিব মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করতে যাচ্ছে সেখানেই পুলিশকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে।তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। গতকাল (শনিবার) রাজধানীর বাড্ডায় এক নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে বিএনপি শত জুলুম নির্যাতনের মাঝেও সাধারণ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে বলে। যতদিন মহামারীর প্রাদুর্ভাব থাকবে ততদিন জিয়াউর ◌ারহমান ফাউন্ডেশন ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ জনগণের পাশে দাঁড়ানো অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, আজকে ভিক্ষুক রাস্তায় রাস্তায় খাবার খুঁজছে। চট্টগ্রামে ত্রাণের ট্রাক লুট করা হয়েছে। এই মহামারীর মধ্যে সরকারের লোকজন ত্রাণের চাল চুরি করছে। চারদিকে চাল চুরির হিড়িক পড়েছে। আসলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় বলেই ক্ষমতাসীন সরকারের কোনো জবাবদিহি নেই। দেশে দায়িত্বশীল সরকার নেই। আজকে গোটা দেশে বিপর্যয়ের মুখেও আওয়ামী লীগের লুটপাট থামছে না। এজন্য আমরা জাতীয় ঐক্যের কথা বলে আসছি।

রিজভী বলেন, ত্রাণ বিতরণের জন্য আওয়ামী লীগের লোকজন তালিকা করে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দেবে। এরপর সরকারি ত্রাণ বিতরণ করা হবে। আসলে এধরনের কাজ হলে শুধু আওয়ামী লীগের লোকজনই ত্রাণ পাবে। ফলে আরো বেশি বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। এজন্য আওয়ামী লীগের লোকজন দিয়ে তালিকা বাতিল করে সেনা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের

মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ করতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ড্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এমএ সেলিম, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান, ডা. পারভেজ রেজা কাকন, ডা. খালেকুজ্জামান দীপু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সদস্য সচিব আমান উল্লাহ আমান, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ডা. রাকিবুল ইসলাম আকাশ প্রমুখ। সূত্র-যুগান্তর

জনগণের জীবন নিয়ে জুয়া খেলবেন না: রিজভী

বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে করোনাভাইরাসের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, চারদিকে মানুষের কেবলই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। করোনাভাইরাস ইস্যুতে জনগণের সঙ্গে লুকোচুরি করার মানে হচ্ছে, মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা। সুতরাং জনগণের জীবন নিয়ে জুয়া খেলবেন না।

শনিবার সকালে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী চিহ্নিত হয়। তারপর সরকার যথেষ্ট সময় পেলেও রাজধানীসহ সারাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য আইসিইউতে ভেন্টিলেটর মেশিন ও সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের সুবিধাসহ পৃথক হাসপাতাল স্থাপন করতে পারেনি। এখন চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় বাড়ছে রোগীদের দুর্ভোগ ও মৃত্যুহার।

তিনি আরও বলেন, সরকার ১৬ এপ্রিল সারাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছে। ‘সারাদেশ করোনাভাইরাস সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ’ এটি বুঝতে সরকারের কেন এতো দেরি হলো এটি বোধগম্য নয়। কিন্তু মানুষ বাঁচাতে হলে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিএনপির এই নেতা বলেন, করোনাভাইরাসের মহামারীতে বিশ্ববাসী আজ দিশেহারা। বাংলাদেশে বিরাজ করছে ভয়াল পরিস্থিতি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অদূরদর্শিতা ও হেয়ালিপনার কারণে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিশ্বের ভয়াবহ সংক্রমিত দেশগুলোতে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু দ্বিগুণ হয়েছে ১৫-২০ দিনে। আর বাংলাদেশে তা হচ্ছে মাত্র চার দিনে। করোনা প্রতিরোধে মেডিকেল সরঞ্জামের বিষয়ে কেউ যেন কথা বলতে না পারে সেজন্য গতকাল সরকার কঠোর পরিপত্র জারি করেছে। সরকার তাদের ব্যর্থতা ধামাচাপা দেয়ার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে দমনের নীতিকেই কার্যকর করছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা এখন পর্যন্ত কেউ অনুধাবন করতে পারছে না।

‘বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে জনগণ জানতে পারছে না আসলে হচ্ছেটা কী? অথচ দুনিয়াজুড়ে খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদরা বলছেন-এই সঙ্কটে আলাপ-আলোচনার পথ প্রশস্ত রাখার জন্য। করোনার কারণে যে ভয়ঙ্কর খাদ্য সঙ্কটের প্রকৃত তথ্য জেনে তা প্রতিকারের জন্য মুক্ত আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। অথচ সরকার নিয়ন্ত্রণ আর হুমকির মুখে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে স্বেচ্ছাচারিতা অব্যাহত রেখেছে। সরকারের ভুল বা ব্যর্থতা ধরিয়ে দেয়া চক্রান্তের অংশ নয়, বরং তা গণতন্ত্রের অংশ।’

রিজভী বলেন, ত্রাণ নিয়ে এবার আরও ভয়ঙ্কর দলীয়করণ ও লুটপাটের মহামারী শুরু হতে যাচ্ছে। সারাদেশে ত্রাণ কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা দিতে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ত্রাণ কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে ক্ষমতাসীনরা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ ত্রাণের তালিকা করবে। এটি স্থানীয় প্রশাসনকে দেবে। স্থানীয় প্রশাসন তালিকাটি যাচাই-বাছাই করবে।’ তার মানে এই তালিকায় কেবল আওয়ামী লীগ করা লোকজনের ঠাঁই হবে। ত্রাণ পাবে তারাই। যে সরষের মধ্যে ভূত সেখানে তাদেরকেই যদি দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে কাদের পক্ষ নিয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

‘আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কা বোধ করছি যে, ত্রাণ কার্যক্রমে এই দলীয় কমিটির কারণে চাল চুরি আরও বৃদ্ধি পাবে। এটা

হলে দুর্ভিক্ষ আরও তরান্বিত হবে বলে আমরা মনে করি। অবিলম্বে আওয়ামী লীগকে দিয়ে ত্রাণের তালিকা করার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।’

সূত্র-যুগান্তর

বিএনপি নেতা জাকিরের ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর শহরের প্রায় ৩০টি পরিবারের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণ খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি এই ত্রাণ সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন।

অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাকির হোসেন।

খালেদা জিয়ার হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ, পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানে চলছে চিকিৎসা

শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তির পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্ধারিত ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ হয়েছে। তবে করোনা

পরিস্থিতির উন্নতি না পর্যন্ত তিনি ‘হোম কোয়ারেইনটাইনেই’ থাকবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে এখন সারা বিশ্বের টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে। দেশেও এখন লকডাউনের মতো অবস্থা হয়ে গেছে-এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শতভাগ কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। সেখানে তিনি নিরাপদে আছেন।
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, যখন এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে তখনই পরবর্তী অবস্থার কথা আমরা চিন্তা করবো।

তিনি বলেন, ম্যাডাম যথেষ্ট অসুস্থ, এখনো তার শারীরিক অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। আমাদের দাবি ছিল দেশের বাইরে নিয়ে তাকে চিকিৎসা দেয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটার অনুমতি নেই। আর করোনার কারণে দেশের এখন যে সার্বিক অবস্থা তাতে সব ডাক্তার ঠিতমতো সার্ভিস দিতে পারছেন না। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা যতটুকু পারছেন চিকিৎসা দিচ্ছেন।

একটা মূল বিষয় ছিল যে, তাকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া- আমাদের দাবিটা ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা বলেছেন যে, দেশের বাইরে যাওয়া যাবে না।’

এদিকে বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহদ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় বেগম জিয়ার চিকিৎসা চলছে। তিনি লন্ডন থেকে চিকিৎসার সার্বিক বিষয় দেখাশোনা করছেন বলেও জানান ডা. জাহিদ।

গত ২৫ মার্চ নির্বাহী আদেশে ৬ মাস সাজা স্থগিত রেখে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয় সরকার। ওইদিন বিকেল ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের থেকে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজায় অবস্থান করছেন।

বিডি প্রতিদিন

সব দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের পারস্পরিক দোষারোপ না করে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে দেশের এই সংকটে বিএনপিসহ দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে এ আহ্বান জানান তিনি।

বিএনপি নেতারা যেকোনো পরিস্থিতিতেই রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকেন মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্যাকেজ প্রণোদনা ঘোষিত হওয়ার পর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে মন্তব্য করেছেন তা ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের নেতাকর্মীসহ সকল স্তরের জনগণকে মানবিক বিপর্যয়ের এই সময়ে সবাইকে এক প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষদের সহযোগিতার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।
তিনি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে দেশে-বিদেশে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং যারা চিকিৎসাধীন আছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারি ছুটি ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে, এ প্রেক্ষিতে গণপরিবহনও ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি সেবা, পণ্যবাহী যানবাহন, কাভার্ডভ্যান, ট্রাক চলাচল করবে, পণ্যবাহী পরিবহনে কোনোভাবেই জনগণ চলাচল করতে পারবে না।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়ে যা বলছে বিএনপি

করোনা ভাইরাস থেকে সৃষ্ট অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন; তাকে শুভঙ্করের ফাঁকি বলে মন্তব্য করেছে বিএনপি।

সোমবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ মন্তব্য করেন।

রিজভী বলেন, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার পাঁচটি প্যাকেজে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাদের মনে হয়েছে তার এই প্যাকেজগুলো মূলত সরকার সমর্থক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কম সুদে ব্যাংক থেকে ঋণের সুবিধা দেয়া। তবে ঋণ দেয়া তো ব্যাংকের স্বাভাবিক ব্যবসা। এটা তো প্রণোদনা নয়।

‘সুদের হারের কমানো যে অংশটুকু সরকার ভর্তুকি দেবে, প্রণোদনা শুধু সে অংশটুকুই। কাজেই মোট ঋণের সাড়ে ৭২ হাজার কোটি টাকাকেই প্রণোদনা প্যাকেজ হিসেবে দেখানো আসলে মস্ত একটা শুভঙ্করের ফাঁকি।’

তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেড় কোটি মানুষ কর্মচ্যুত হতে যাচ্ছে। এসব মানুষ ও তাদের পরিবারকে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতি পরিবারে ৪ জন করে হিসাব করা হলেও প্রায় ৫ কোটি মানুষকে খাবার সরবরাহ করতে হবে। সেটার কোনো কার্যকর পরিকল্পনা নেই এই প্যাকেজে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, করোনাভাইরাস মোকাবেলায় বা এই সংকটের সবচেয়ে প্রকট ভুক্তভোগী দরিদ্র লোকেদের বাঁচাবার জন্য কিছু আছে কি এই প্যাকেজে?

তিনি বলেন, ক্ষুধা লকডাউন বোঝে না, কোয়ারেন্টিন বোঝে না, বোঝে না সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ‘লকডাউন’ করা হয়েছে এই দিনমজুর শ্রেণির খাবারের ব্যবস্থা করে। আর আমাদের দেশে প্রণোদনা প্যাকেজেও এই মানুষগুলোর জন্য কিছু নেই। এরা তাহলে কী করবে, কোথায় যাবে?

বিভিন্ন সেবামূলককাজে যারা জড়িত তাদের নিরাপত্তা ও ঝুঁকিভাতার কথাও প্যাকেজে নেই বলে জানান রিজভী।

তিনি বলেন, এতদিন ধরে গণমাধ্যমকে সহায়তার যে কথা বলা হয়েছিল তাও প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্যাকেজে উল্লেখ নেই। অথচ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গণমাধ্যমের কর্মীরা দায়িত্ব পালন করছেন।

সুত্র-যুগান্তর